60

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JAN 1 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রসঙ্গঃ মসজিদ। শিক্ষা

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআন শরীফে বিরানব্বই বার শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। শিক্ষা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়া মানুষের আচরণের পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম। মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে মূলতঃ মসজিদে নববীতে। খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসিয়া তখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করিত। যুগের ক্রমবিকাশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। আমাদের দেশে 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা, যাহা সরকারের 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে দুই লক্ষাধিক মসজিদ রহিয়াছে। এই মসজিদগুলিতে যদি মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যায়, তাহা হইলে অচিরেই সাক্ষরতার হার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে ইসলামিক কাউন্ডেশন কর্তৃক প্রায় ৪৮০০টি মসজিদে এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হইয়াছে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম আশাতীত ফল লাভ করিতে সক্ষম; কারণ এইখানে শিক্ষকগণ প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট মসজিদের স্থায়ী ইমাম। মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ৫টি স্তরে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। যথা- ১) প্রাক-প্রাথমিক ২) প্রথম শ্রেণী ৩) মৌলিক ৪) কিশোর-কিশোরী ও ৫) বয়স্ক। প্রতিটি স্তরের একেকটি কেন্দ্রে ২৫-৩০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর জন্য বার্ষিক প্রায় ৬৫০/-টাকা ব্যয় করা হইয়া থাকে, যাহা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। এমতাবস্থায়, সরকারের 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন এবং সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসাবে 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'কে বিবেচনা করিয়া দেশের সকল মসজিদে উক্ত শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আবদুল কাইয়ুম,
গ্রাম ঃ রাজপাড়া, ডাক ঃ তুনবীর,
থানা ঃ শ্রীমঙ্গল, জেলা ঃ মৌলভীবাজার।